কোভিড-১৯ মহামারীর ক্রান্তিকালে ভূমি অধিকার সুরক্ষা এবং খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতে ANGOC[1] এর বিবৃতি

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ আমাদের অনেককে চরম দুর্দশাগ্রস্ত ও ঝুঁকির সম্মুখীন করেছে। ক্রমশ আগ্রাসী নির্দয় অর্থনীতি, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশ ও প্রতিবেশ, আশ্রয় ও জীবিকার জন্য ভূমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অন্যায্য বণ্টন ব্যবস্থা, অনিয়ন্ত্রিত পরিবেশ দূষণ ও ঘনবসতিপূর্ণ শহর, নুন্যতম মৌলিক খাদ্য ও পুষ্টির অভাব এবং সার্বজনীন স্বাস্থ্য সেবার অভাবসহ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাবের সব কিছু আমাদের পৃথিবীকে অরক্ষিত এবং অসহায় করে তুলেছে।

ইতিমধ্যে, ব্যাপক আকারে অরণ্য উজাড়, প্রাকৃতিক আবাসস্থল ধ্বংসকরণ, বন্য প্রজাতি ও বনজ সম্পদের বাণিজ্যকরণসহ বিভিন্ন মানবসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে নতুন নতুন রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটছে। বিশ্বে অর্ধেকের বেশি মহামারী কৃষিজমি এবং বাণিজ্যিক অঞ্চলের জন্য বন উজাড় করার ফলে বিভিন্ন প্রাণী থেকে মানব দেহে zuneotic সংক্রমণ ঘটেছে।

কোভিড-১৯ প্রতিরোধে যখন বিজ্ঞানী ও চিকিৎসা বিশেষজ্ঞরা ভ্যাক্সিন আবিস্কার ও নিরাময়ের চেষ্টাচালাচ্ছেন আর অর্থনীতিবিদ, সরকারী পদস্ত কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ নীতি নির্ধারণে ব্যস্ত তখন বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের জনগণ "নতুন স্বাভাবিকতা" মেনে নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। মহামারী থেকে জনসাধারণকে সুস্থ রাখতে এবছরের মার্চ থেকে সকল সরকার শারীরিক দূরত্ব, ভ্রমণ নিয়ন্ত্রণ, কারফিউ, লকডাউন এবং কমিউনিটি কোয়ারেন্টাইন এর মতো পদক্ষেপ নিয়েছেন।

কোভিড-১৯ একটি স্বাস্থ্য সংকট হিসেবে আবির্ভূত হলেও বর্তমান ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে এটি স্পষ্ট প্রতীয়মান যে, মহামারীটি দারিদ্র্যতা, ক্ষুধা, এবং অপুষ্টির সংকট বাড়িয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বিশেষ করে ক্ষুদ্র কৃষক, কৃষি শ্রমিক, ভূমিহীন জনগোষ্ঠী ও বস্তিবাসীদের জীবনে বাড়তি বোঝা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

কোভিড-১৯ শুরুর আগে ২০১৮ সালে পৃথিবীব্যাপী ৮২.১ কোটি মানুষ ক্ষুধা ও অপুষ্টিতে ভুগছিল, এদের বেশিরভাগের বসবাস নিম্ন আয়ের দেশগুলিতে যেখানে জনগোষ্ঠীর ১২.৯% ছিল অপুষ্ট।[2]

মহামারীর ফলে খাদ্যপণ্য সরবরাহ এবং বাজারজাত ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার কারণে খাদ্য ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একই সাথে সাধারণ জনগণ বিশেষ করে দরিদ্র ও অর্থনৈতিকভাবে দূর্বল পরিবারগুলোর চাকরি হারানো, ব্যবসায়ে ক্ষতি এবং ক্রয় ক্ষমতা নিম্নগামী হওয়ার কারণে খাদ্য চাহিদা, উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে।

ভূমি, বাজার ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর অভিগম্যতা হ্রাস পাওয়ার কারণে কৃষিকাজে নিয়োজিত পরিবারগুলোর জীবন ও জীবিকা আরো অধিক অনিরাপদ হয়ে গেছে। খাদ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে যাদেরকে জীবিকার জন্য কৃষিকাজের বাইরেও অন্য অ-কৃষি কাজের উপর নির্ভর করতে হয় তাদেরকে ভ্রমণের সময় বিভিন্ন প্রতিবন্ধকাতার সম্মুখীন হতে হয়।

[1] Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC)

[2] According to the "State of food security and nutrition in the world (SOFI)" (FAO, IFAD, UNICEF, WFP and WHO, 2019). See https://www.wfp.org/publications/2019-state-food-security-and-nutrition-world-sofi-safeguarding-against-economic#:~:text=About%20the%20series%3A%20The%20State,challenges%20for%20achieving%20this%20goal

দেশব্যাপী লকডাউন এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভ্রমণে বিধিনিষেধ আরোপের কারণে খাদ্য শৃঙ্খলা ব্যহত হয়েছে; ফলে এশিয়াব্যাপী অধিকাংশ কৃষি নির্ভর অর্থনীতির দেশগুলোতে ক্ষুদ্র কৃষকদের জীবন-জীবিকা বিপন্ন হয়ে পড়ছে।

যখন সরকার ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিহত করতে মানুষকে ঘরে থাকতে বলছে তখন সকলের জন্য সুরক্ষিত ভূমি ও আবাসনের প্রয়োজনীয়তা আগের চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। চলাচলের উপর নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে সঙ্গে দিন মজুর ও অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকেরা আয়ের প্রধান উৎস হারাচ্ছেন। আর তাদের অনেকেরই ভূমির উপর আইনত অধিকার না থাকা এবং বাসা ভাড়া দিতে না পারার কারণে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন।

বেশীরভাগ গৃহহীন ভুক্তভোগী এবং অভিবাসী শ্রমিক শহরে চাকরী হারানোর কারণে গ্রামীণ শিকড়ে ফিরে যেতে বাধ্য হয়েছেন; তাদের অনেককেই শত শত কিলোমিটার পায়ে হেঁটে পরিবারের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। ভারতে এটি ছিল ১৩০ কোটি মানুষের জন্য ইতিহাসের সবচেয়ে বৃহৎ লকডাউন যার কারণে মেগাসিটিগুলোতে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক চাকরি হারিয়ে আটকা পড়েছেন; অনেককেই ঝুঁকিপূর্ণ দীর্ঘ ভ্রমণ করে গ্রামে ফিরতে বাধ্য হয়েছেন।

শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত– মহামারীকালীন সময়ে শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিরাপদ ভূমিস্বত্ব ছাড়াই অনিরাপদ আবাসনে একটি ছোট্ট রুমের মধ্যে পর্যাপ্ত বায়ুচলাচল ও স্বাস্থ্য-সম্মত স্যানিটেশন ছাড়াই বাড়ির মালিক কর্তৃক সবসময় ভয় ও উচ্ছেদ আতঙ্ক নিয়ে বাস করেন। তারা স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। চাকরির নিরাপত্তা না থাকার কারণে তারা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণে আরও বেশী ঝুঁকির মধ্যে থাকেন। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব তাদেরকে বিভিন্ন রোগের সংক্রমণ ও অসুস্থতার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়।

ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দরিদ্র, বয়োবৃদ্ধ, নারী, এবং শিশুরা যে শুধুমাত্র ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার বেশী ঝুঁকির মধ্যে থাকেন তা নয়, তাঁদের দিকে সরকারের সুদৃষ্টিও কম থাকে। স্বাস্থ্যসেবা এবং দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা এই দুয়ের মধ্যে কোনটিকে সরকার অগ্রাধিকারভিত্তিতে প্রাধান্য দেবে, তা নিয়েও সমাজে একধরনের অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। ভারতে কোভিড-১৯ এর কারণে স্কুল বন্ধ থাকায় ১২ কোটি শিশু তাঁদের মধ্যাহ্ন ভোজ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কঠিন কোয়ারেন্টাইন প্রটোকলের কারণে নারী ও শিশুদেরকে অধিক সময় ঘরে থাকতে হচ্ছে, ফলে গৃহ নির্যাতনের মতো ঘটনা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর অনেক সময় সহায়তা চাওয়ারও তারা সুযোগ পাচ্ছেন না।

এর মধ্যে পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে যে মহামারীর কারণে অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে বিশ্বে ৫০ কোটির মত মানুষ দরিদ্র হয়ে পড়বে, যা কিনা বিশ্বের মোট জনসংখ্যার সংখ্যার আট শতাংশ। এর ফলে ১৯৯০ সালের পর গত তিন দশকের মধ্যে প্রথমবারের মত দারিদ্র্যতা বৃদ্ধি পাবে।

সরকারগুলো ইতিমধ্যে স্বল্প মেয়াদি সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচি, দরিদ্রদের জন্য নিরাপত্তা বলয় আর কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছে । তবুও যতক্ষণ না পর্যন্ত জনগণ আর সমাজকে উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দুতে রেখে উন্নয়নের মডেল গুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ঢেলে সাজানো না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এ সকল প্রচেষ্টা কেবল আমাদেরকে আগের অবস্থাতে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে এবং কোভিড-১৯ রোধে উন্নয়ন সহায়তা এবং দাতাদের গৃহীত সকল কর্মসূচি স্বল্প সময়ের মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়বে।

যদিও এই খাদ্য ও আর্থিক সহায়তা কর্মসূচী তাৎক্ষনিক ক্ষুধা নিবৃত করবে কিন্তু এর অন্তর্নিহিত কারণকে দূর করবে না। মূল প্রশ্ন হচ্ছে, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীসমূহ দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই হবে কিনা আর এগুলো দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠিকে ক্ষমতায়িত করে দীর্ঘস্থায়ী চরম দারিদ্র্যতা , ক্ষুধা আর অপুষ্টি থেকে মুক্তি দিতে পারবে কিনা। ইতিমধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলো জাতীয় বাজেটের ঘাটতি মেটাতে

বিদেশী ঋণের আশ্রয় নিয়েছে, এবং আগামিতে এই ঋণের বোঝা এমন বাড়বে যা আগামি প্রজন্মকে বহন করতে হবে। এছাড়া, কোভিড-১৯ কর্মসূচী বাস্তবায়নেও দুর্নীতির খবর পাওয়া যাচ্ছে।

আর সরকারের পরিবর্তনশীল অগ্রাধিকারের সুযোগ নিয়ে অনেকেই একক ও দলবদ্ধ হয়ে অবৈধভাবে গাছ কাটছে, খনন কার্য চালাচ্ছে, জমি দখল করছে। ফিলিপাইনে, মার্চ মাসে লকডাউনের শুরু থেকে কমপক্ষে চারটি খনিতে অবৈধভাবে খনন কাজ শুরু করা হয়েছে।[3]

পুরো এশিয়া জুড়ে ক্ষুদ্র কৃষকেরা চাল, শস্য, ডাল, সব্জি এবং সামুদ্রিক খাবার সরবরাহ চালু রেখে এই মহামারীর বিরুদ্ধে সম্মুখে থেকে যুদ্ধ করছে। তা স্বত্বেও গ্রামীণ ক্ষুদ্র কৃষক, উৎপাদক, কারিগর ও আদিবাসী জীবন ও জীবিকার জন্য প্রয়োজনীয় উৎপাদনশীল সম্পদে (ভূমি, জলা, বন ও উপকূলরেখা) অভিগম্যতা ও নিয়ন্ত্রণ থেকে বঞ্চিত ।

খাদ্য শিল্পের উপর বর্ধনশীল কর্পোরেট নিয়ন্ত্রণ এশিয়ার ক্ষুদ্র কৃষকদের অবস্থাকে আরও জটিল করে তুলেছে বিশেষ করে নতুন নতুন বাঁধা যেমন সেবা, ঋণ ও বাজারে প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা, পরিষেবার দূর্বল প্রসার, মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ইত্যাদি ক্ষুদ্র কৃষকদের স্বার্থের পরিপন্থী। কোভিড-১৯ মহামারীর থাবা মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া থেকে কৃষকদের বিচ্ছিন্নকরণ আরও অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

রাজনীতিবিদ আর রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ মহামারীর সুযোগ নিয়ে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ক্ষুধা ও দারিদ্র্য আরো বাড়িয়ে দিয়েছে । এশিয়ার বিভিন্ন দেশে সাধারণ মানুষ আর সমাজকর্মীরা সামরিকীকরণ বৃদ্ধি ও আক্রমণাত্মক পুলিশি ব্যবস্থা, ভিন্ন মতাবলম্বী, মিডিয়া আর মুক্তবুদ্ধি চর্চা দমনের কথা বলছেন। ফিলিপাইনে নতুন প্রণীত আইন **Anti-Terrorism Act of 2020** এর মাধ্যমে ভিন্ন মতাবলম্বী এবং রাজনৈতিক কর্মীদেরকে সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যা দিয়ে সরকার বিরোধী আন্দোলনকে দমন করা হচ্ছে। জনগণের মতামতা ও বিতর্ক এড়িয়ে মহামারীর মধ্যেই এ ধরণের আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে।

আজ, কোভিড-১৯ যদি আমাদেরকে কিছু শিক্ষা দিয়ে থাকে, তাহলো আমাদের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা পুনঃনির্মাণ করতে হবে, তবে শুধু এককভাবে নয়, সম্মিলিত হয়ে সামাজিকভাবে সেটা করতে হবে।

আগামিতে এই বিশ্বকে একই ধরনের সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যেতে হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সর্বোত্তমভাবে রক্ষার জন্য আমাদেরকে অবশ্যই সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে। আমাদেরকে অবশ্যই এমন একটি সমাজ তৈরি করতে হবে যেখানে আমাদের সন্তানেরা বড় হয়ে তাদের সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে। "পুরনো স্বাভাবিকতায়" ফিরে যাওয়া উচিত হবে না। এর পরিবর্তে সমাজ এবং কমিউনিটিকে ক্ষতি পুষিয়ে নিয়ে আরও ভাল করে গড়ে তুলতে হবে, যেমনটি জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল এন্তোনিও/ গুতেরেস বলেছেন, "[আমাদেরকে অবশই] আরও সমতাভিত্তিক, অন্তর্ভূক্তিমূলক, টেকসই অর্থনীতি এবং সমাজ বিনির্মাণ করতে হবে যা মহামারী, জলবায়ু পরিবর্তন এবং অন্যান্য আরও অনেক বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ সহনশীলভাবে মোকাবেলা করতে পারবে।"[4]

উন্নয়ন কাঠামো অবশ্যই এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে যেন তা মানুষ এবং পরিবেশকে আগের তুলনায় আরো শক্তিশালীভাবে রক্ষা করতে পারে। ভূমি এবং প্রাকৃতিক সম্পদে অবশ্যই ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের প্রবেশাধিকার ও নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে - যথেষ্ট সরকারি সুবিধাদি থাকতে হবে যেন তারা টেকসইভাবে পর্যাপ্ত পরিমাণে নিরাপদ ও পুষ্টি সমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন করতে পারে, যা সবার ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে থাকবে। নতুন নতুন রোগের উদ্ভব আর বিস্তার প্রতিরোধে আদিবাসী এবং অরণ্যবাসীরা জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করে যে ভূমিকা রাখছে অবশ্যই তাদের অবদানের স্বীকৃতি দিতে হবে। একই সাথে,

[3] As shared by Alyansa Tigil Mina during the Webinar on "*COVID-19 in the Age of Extractivism and Climate Change - Voices From the South,"* 22 April 2020, organized by Peoples Dialogue

[4] Shared responsibility, global solidarity: Responding to the socio-economic impacts of COVID-19 (March 2020). See https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_report_socio-economic_impact_of_covid19.pdf

ন্যায়ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, ন্যায্য মজুরী এবং সার্বজনীন জনস্বাস্থ্য সেবাকে অবশ্যই অগ্রাধিকার দিতে হবে যাতে জনগণ ও রাষ্ট্র এ ধরণের মহামারী সংকটকালের অভিঘাত সহ্য করতে পারে।

সবার জন্য খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে চাইলে অবশ্যই আমাদেরকে কার্যপরিধি পুনঃমূল্যায়ন করতে হবে। অর্থাৎ খাদ্যের সুষম বন্টন করতে হবে, বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগণের কাছে খাদ্য সহজলভ্য হচ্ছে কিনা, তা নিশ্চিত হতে হবে। শুধুমাত্র বৈশ্বিক এবং জাতীয় মান শৃঙ্খলার ওপরই রাষ্ট্রসমূহ তাদের মনোযোগ কেন্দ্রিভূত রাখবে, সেটা যথেষ্ট নয়। সকলের জন্য খাদ্য নিশ্চিত করতে হলে সার্বিক খাদ্য ব্যবস্থার কৌশল হিসেবে সরকারকে অবশ্যই স্থানীয় খাদ্য ব্যবস্থা ও ছোট আকারের খাদ্য উৎপাদনকারীদের যথাযথ সহায়তা ও শক্তিশালী করার বিষয়েও যথেষ্ট মনোযোগী হতে হবে।

টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা তৈরির স্থায়ী মৌলিক নীতি হলো "খাদ্য কিলোমিটার" বা খাদ্য ব্যবধান কমানো অর্থাৎ খাদ্য উৎপাদন স্থল আর খাদ্য গ্রহণ স্থলের মধ্যে দূরত্ব যথাসম্ভব কমানো।[5] আমাদেরকে কমিউনিটি নেতৃত্বাধীন সহনশীলতা এবং অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যবস্থা নেয়ার সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগ করতে হবে।

পন্থাটি হতে হবে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীর ভূমি ও সম্পদে অধিকার নিশ্চিত করা। আমাদেরকে স্থানীয় বাজারে ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের অভিগম্যতা এবং পণ্যের ন্যায্য মুল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে। এটি উৎপাদক এবং ভোক্তার মধ্যে সরাসরি যোগসূত্র স্থাপন এবং জবাবদিহিতার ভিত্তি তৈরি করবে, যার ফলে সতেজ পণ্য সরবরাহ হবে এবং খাদ্য পরিবহণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্বন নিঃসরণ কমবে।

কৃষি সংস্কার এবং ভূমি অধিকার নিশ্চিত করা জাতীয় উন্নয়ন কৌশলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত। সমতা ভিত্তিক ভূমি পুনঃবণ্টন, প্রয়োজনীয় সহায়ক পরিষেবা টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা, কৃষি প্রযুক্তি বিকাশ এবং কমিউনিটির ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা না হলে এশিয়াতে টেকসই খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং উন্নয়ন অর্জন করা সম্ভব হবে না।

ভূমিকে আর্থিক সম্পদ বা পণ্যের সাথে তুলনা করা যাবে না। ভূমিতে অভিগম্যতা শুধুমাত্র বেঁচে থাকার উৎস যোগায় না, এটি মানুষের মানবিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করে যা তাকে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যতা থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ তৈরি করে দেয়। ভূমিতে সমতা ভিত্তিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত হলে তা সম্পত্তি নিয়ে দ্বন্দ্ব এবং গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসন হ্রাস করে। তাছাড়া বৃহৎ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার জন্য সার্বিক শান্তিপূর্ণ পরিবেশের উন্নয়ন করে।

ভূমির উপর ক্ষুদ্র উৎপাদনকারীদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে; ভূমির উপর আদিবাসীদের অধিকার ও তাঁদের ঐতিহ্যগত ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বীকৃতি থাকতে হবে। দ্বন্দ্ব নিরসনে এবং সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলো নিতে হবে।

ভূমি অধিকার নিশ্চিতের পাশাপাশি ক্ষুদ্র চাষিদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কৃষির টেকসই উন্নয়ন করতে হবে। ঐতিহাসিকভাবে, ক্ষুদ্র কৃষক ও উৎপাদক সমগ্র এশিয়ায় কৃষি এবং খাদ্য নিরাপত্তার মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে । পৃথিবীর কৃষি ভিত্তিক পরিবারের ৭৫% বাস করে এশিয়াতে যার ৮০% হচ্ছে ক্ষুদ্র কৃষক ও উৎপাদক।

স্থায়িত্বশীলতা বৃদ্ধিতে প্রাকৃতিক ও লোকায়িত জ্ঞান ব্যবহার করে বাণিজ্যিক কৃষি থেকে কমিউনিটিভিত্তিক পরিবেশবান্ধব কৃষিতে যেতে একটি সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে - যা মাটিকে পুনর্জীবিত করবে, শস্যকে সার দেবে আর ক্ষতিকর কীটপতঙ্গ নির্মূলে সহায়তা করবে। সঠিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং কার্বন নিঃসরণ হ্রাস করার জন্য বাস্তুতান্ত্রিক কৃষি (Agroecological) ভিত্তিক চাষাবাদ পদ্ধতিতে বাহ্যিক জ্ঞান যেমন কীটনাশক ও সারের ব্যবহার খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়,

[5] Bangkok Declaration (April 1996). Drafted and signed by some 101 CSOs from Asia-Pacific, the statement analyzed and recommended priority areas for action as input to the World Food Summit (WFS).

বরং এটি কৃষকদের আকস্মিক অভিঘাত এবং মূল্য (হ্রাস-বৃদ্ধির) চাঞ্চল্যের ঝুঁকি থেকে রক্ষা করে। বাস্তুতান্ত্রিক কৃষি একইভাবে স্বল্প দূরত্বে কৃষি পণ্য সরবরাহ ব্যবস্থা ও স্থানীয় বাজারকে উজ্জীবিত করে।

আবেদন/আহবান

কোভিড-১৯ মহামারী আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, সরকার ও জনসাধারণকে নিম্নলিখিত জরুরি পদক্ষেপ ও সম্মিলিত প্রয়াসের আবেদন জানায়।

তাৎক্ষনিক আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া

- আমরা এটি সমর্থন করি যে, কোভিড-১৯ ভ্যাক্সিন তৈরি হলে সেটির উৎপাদন সকল দেশ ও জনসাধারণের জন্য সার্বজনীনভাবে বিনামুল্যে সরবরাহ করতে হবে এবং এটি বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের আওতা থেকে মুক্ত রাখতে হবে।[6]
- আমরা আরও অনেক জাতি ও সম্প্রদায়ের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে বলতে চাই যে সবাইকে এক হয়ে কোভিড-১৯ মহামারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে সশস্ত্র সংঘাতপূর্ণ এলাকাগুলোতে তাৎক্ষনিক যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতে হবে । রাষ্ট্রগুলোকে নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের নেয়া পদক্ষেপ দ্বন্দ্ব সংবেদনশীল এবং বৈষম্যহীন ও বিভেদ সৃষ্টিকারী নয়, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন এবং মানদণ্ডকে সমুন্নত রেখে সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায়, শরণার্থী, অভ্যন্তরীণভাবে স্থানচ্যুত ব্যক্তি, প্রতিবন্ধী, নারী, শিশু ও বয়োবৃদ্ধ লোকদের ঝুঁকির ব্যাপারে সংবেদনশীল হবে।
- প্রণোদনা প্যাকেজ বরাদ্দ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, জরুরীভিত্তিতে দরিদ্র উন্নয়নশীল দেশগুলোকে ঋণ থেকে মুক্তি বা তাদের ঋণ বাতিল করা হোক – বিশেষ করে যে দেশগুলো অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ভুক্তভোগী।
- জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা, খাদ্য ব্যবস্থা অন্তর্ভূক্তিকরণ, এবং টেকসই শান্তি স্থাপনের জন্য ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে জাতিসংঘ ঘোষণা দিয়েছে যে ২০২১ সালে একটি খাদ্য ব্যবস্থা শীর্ষক সম্মেলন আয়োজন করা হবে, যা ২০৩০ সালের এসডিজি এজেন্ডায় অন্তর্ভূক্ত খাদ্য ব্যবস্থার সর্বোচ্চ সুফল আনায় ভূমিকা রাখবে। তবে, ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদনকারীদের সংগঠন এবং খাদ্য ব্যবস্থা বা খাদ্য অধিকার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নাগরিক সমাজের অর্থপূর্ণ এবং কার্যকর অংশগ্রহণ ব্যতিরেকে এ সম্মেলন একটি অর্থহীন চর্চা ছাড়া কিছু হবে না।

রাষ্ট্রের জন্যে তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ

- খাদ্য সহায়তা ও অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কর্মসূচীর বাইরেও গৃহীত নীতি ও কর্মসূচী যাতে ক্ষুদ্র কৃষক, উৎপাদক, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, এবং শহরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনে অবদান রাখতে পারে সেজন্য কৃষি প্রশাসন ও খাদ্য ব্যবস্থা পুনর্গঠন ও পরিবর্তন করতে হবে।
- মহামারীর প্রভাব মোকাবেলায় বিশেষ করে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারগুলোকে অগ্রাধিকার পরিবর্তন যেমন জাতীয় বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করতে হবে। দুর্নীতি বন্ধ করে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এ ধরণের কর্মসূচীর স্বচ্ছতা নিশ্চিতে নাগরিক সমাজের অংশগ্রহণ ও মিডিয়ার স্বাধীনতা বজায় রেখে একটি কার্যকর মনিটরিং পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

[6] See GCAP Asia statement, May 2020

- মহামারীর এই সময়ে সাধারণ জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সমন্বিত রাখতে প্রত্যেক রাষ্ট্রকে নাগরিক সংগঠন, ভূমি ও মানবাধিকার কর্মী এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা ও অধিকারকে সম্মান ও রক্ষা করতে হবে।
- কোভিড-১৯ সংক্রমণ ও বিস্তার থেকে সুরক্ষায় কৃষক, জেলে, আদিবাসী, শ্রমিক, নারী ও অন্যান্য সাধারণ জনগোষ্ঠী যারা খাদ্য উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণের সঙ্গে সরাসরি জড়িত তাদের স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
- খাদ্য উৎপাদনকারী, প্রক্রিয়াকারী ও সেবাদানকারী হিসেবে স্বাস্থ্য ও খাদ্য ব্যবস্থায় নিয়োজিত নারীর বিশেষ ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিতে হবে। ক্ষমতায়ন ও সার্বিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে আগামীর সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য সাধারণ জনগণ ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন করাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।
- কোভিড-১৯ সঙ্কটে সবচেয়ে দরিদ্র ও ঝুঁকির মধ্যে বসবাসকৃত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা দিতে হবে। সকলের জন্য পর্যাপ্ত এবং পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ খাদ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে।
- বিদেশ ও শহর থেকে গ্রামে ফিরে আসা অভিবাসীদেরকে সহায়তা দিতে হবে। সবার নিরাপত্তার জন্য কোভিড-১৯ পরীক্ষা করা ও সংস্পর্শে আসা নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

নাগরিক সমাজ, কমিউনিটি ও জনসাধারণের জন্য তাৎক্ষনিক ব্যবস্থা গ্রহণ

- এই সঙ্কটকালীন সময়ে সরকার ও তার মানবিক সহায়তা কার্যক্রমের অনুপস্থিতিতে সাধারণ জনগোষ্ঠী ও সামাজিক সংগঠনগুলো এই সঙ্কটের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সামাজিক সংগঠনগুলোকে সরকারের কার্যক্রম মনিটরিং ও অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। প্রয়োজনে কৃষক ও জেলে, অনানুষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিক, প্রান্তিক ও ঝুঁকির মধ্যে বসবাসকৃত জনগোষ্ঠী, স্বাস্থ্য কর্মী, আদিবাসী, যুবক, ও নারীদের প্রয়োজন ও দাবী আদায়ের জন্য এসব জনগোষ্ঠীর দল ও সংগঠনগুলোকে সাথে নিয়ে এ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।
- সরকার ও মানবিক কর্মীরা যখন নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে অগ্রাধিকারভিত্তিতে কাজ করছে, তখন বিভিন্ন সরকারী ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি মহামারীর সুযোগে মানবাধিকারের মানদণ্ডকে গুরুত্ব না দিয়ে যাতে ভূমি, বন ও প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে না পারে, সেজন্য সাধারন নাগরিক সমাজকে সবসময় সজাগ থাকত হবে। পাশাপাশি নাগরিক সমাজকে ভূমি নিয়ে বিরোধ বিশেষ করে ভূমি গ্রাস ও দখল ঘটনাগুলোকে সবসময় পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে।
- এই মহামারীর সময়ে বিভিন্ন বিভেদ সৃষ্টির মতো ঘটনা বিশেষ করে সমাজে ও সোসাল মিডিয়ায় ভুল তথ্য, কুসংস্কার ও বৈষম্যমূলক খবর উপস্থাপন বেড়ে গেছে। যা জাতি, শ্রেণী, গোষ্ঠী, লিঙ্গ, ধর্ম, ও সামাজিক শ্রেণির মধ্যে একধরনের বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছে। আমরা সামাজিক ও নাগরিক সংগঠনগুলোকে এসব ঘটনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য উৎসাহ প্রদান করছি। যখন ভাইরাসের সংক্রমণ ও প্রকোপ বেড়ে যায় তখন ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু ও আদিবাসী, শরণার্থী, অভিবাসী, দরিদ্র মানুষ, এমনকি স্বাস্থ্য কর্মীদেরকেও দায়ী করা হয়। আমরা সকলে বর্ণবাদ, কুসংস্কার এবং বৈষম্য দেখলে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াব। সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ হবে আমাদের মূল রক্ষাকবজ।
- দীর্ঘ মেয়াদী সমাধানের জন্য পুনর্গঠন প্রক্রিয়া, প্রস্তুতি জোরদারকরণ, খাদ্য নিরাপত্তা ও স্বনির্ভরতা অর্জন, স্থানীয় পর্যায়ে স্থায়িত্বশীলতা/ সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং সকলের জন্য টেকসই উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য নাগরিক সমাজ ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে সমন্বিত আলোচনা এবং পরিকল্পনা শুরু করা প্রয়োজন। স্থানীয় জনগোষ্ঠীর জীবন-জীবিকা এবং খাদ্য সার্বভৌমত্ব উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক সংগঠনগুলোর উচিত হবে তাদের সামগ্রিক, অংশগ্রহণমূলক, এবং জলবায়ু-সহনশীল ভূমি ব্যবহার এবং উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের অবশ্যই অন্তর্ভূক্ত করা।

সম্মুখে দেখা

বর্তমান সময়ে অনেক চ্যালেঞ্জ থাকা সত্বেও নাগরিক সমাজের উদ্যমের কোন ঘাটতি নেই। প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব থাকলেও, মহামারীর এই সময়ে নাগরিক সমাজ ও সামাজিক সংগঠনসহ বিভিন্ন সংগঠন, পরিবার ও ব্যক্তিবৃন্দ বিশেষ করে যুবসমাজ, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও মানবিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এই নাগরিক সমাজের কার্যক্রমকে সহায়তা, নির্দেশনা এবং টেকসই করতে হবে যাতে এটি সত্যিকার পরিবর্তনমুখী শক্তিতে পরিণত হতে পারে।

আমাদের পক্ষে, এনগক এই কঠিন সময়ের মধ্যেও তার নেটওয়ার্ক এবং বাহিরে বিভিন্ন অংশিজন/স্টেকহোল্ডারদের পরস্পরের সাথে অভিজ্ঞতা, শিখন, নতুন উদ্ভাবন ও প্রমাণভিত্তিক সুপারিশ বিনিময় করে যাবে। আমরা বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্যে খাদ্য ও স্বাধীনতা, কর্মসংস্থান ও ন্যায় বিচার, ভূমি ও শ্রম, শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য সংগ্রাম করে যাব।

খাদ্য উৎপাদনে কৃষক এবং বাস্তুতান্ত্রিক কৃষি (Agroecological) ব্যবস্থার জন্য এনগক নেটওয়ার্ক এবং এর সহযোগী সংস্থাসমূহ দীর্ঘদিন ধরে দেশে দেশে কৃষির কাঠামো হিসেবে ভূমি ও খাদ্য সার্বভৌমত্বের জন্য অ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। গণতন্ত্রের চূড়ান্ত পরীক্ষা হবে খাদ্য ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ। বিশ্ব বাজার ব্যবস্থায় কৃষি, খাদ্য উৎপাদন, এবং বানিজ্য ছেড়ে দিয়ে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যাবে না।

অগ্রগামী পদক্ষেপ হিসেবে, এনগক নেটওয়ার্ক কমিউনিটি পর্যায়ে পরিকল্পনা ও কার্যক্রম হাতে নিয়ে পরিবার ও গ্রামীণ পর্যায়ে খাদ্য নিরাপত্তা মূল্যায়ন করে সঠিক ও কমিউনিটিভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করবে। পাশাপাশি গ্রামভিত্তিক উদ্যোগগুলোকে জাতীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ের অ্যাডভোকেসি ও মবিলাইজেশনের সাথে সংযোগ ঘটাবে।

ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদনকারী ও ভোক্তাদের মধ্যে দূরত্ব কমানোর জন্য আমরা স্থানীয় পর্যায়ে খাদ্য সংরক্ষণ ও সরবরাহ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করব।

পরিশেষে এই ডিসকোর্স এগিয়ে নিতে ও একে অপরের কাছ থেকে শেখার সুযোগ সৃষ্টি এবং সর্বোপরি একটি সহনশীল এবং সহানুভূতিশীল আগামী গড়ার লক্ষ্যে আমরা নাগরিক সমাজ এবং নেটওয়ার্কের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়ন, এই ঘোষণাপত্র প্রচার এবং সংলাপ চালিয়ে যাব। □

জনকেন্দ্রিক টেকসই উন্নয়নে এনগকের দীর্ঘ প্রতিশ্রুতি

খাদ্য ও স্বাধীনতা
কর্মসংস্থান ও ন্যায় বিচার
ভূমি ও শ্রম
শান্তি ও সমৃদ্ধি

খাদ্য একটি ন্যূনতম ও মৌলিক মানবাধিকার কিন্তু স্বাধীনতা ছাড়া এটি অর্থহীন। স্বাধীনতার মূলভাব আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে আমাদের অধিকাংশ প্রচেষ্টা অবশ্যই শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা কেন্দ্রীভূত হলে চলবে না, বরং, একইরকম গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সুযোগ-সুবিধা। খাদ্য প্রাপ্তি ও স্বাধীনতা একইসাথে এশিয়ার জনগণের জন্য মৌলিক অধিকার। অবশ্য এটি অন্যান্য সবার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

এখানে স্বাধীনতার একটি স্বতন্ত্র এশীয় মূল্যবোধ রয়েছে যা ধারণ করে সবাইকে নিয়ে একসঙ্গে বেঁচে থাকার নৈতিকতায় বিশ্বাস এবং সবাইকে নিয়েই একসঙ্গে অতীতের দারিদ্র্যতা থেকে ভবিষ্যতের সমৃদ্ধির অংশীদার হওয়া। এখানে ন্যায্যতা হচ্ছে কমিউনিটিভিত্তিক যা বাণিজ্য উদারীকরণ এবং বিশ্বায়নের প্রভাব নিয়ে উদ্বিগ্ন।

এশিয়ার বিশাল বৈচিত্র্যপূর্ণ ভূমি ও পানি সম্পদের দ্রুত অবনতি ঘটিয়েছে অবাধ বিশ্বায়ন। এশিয়ান এনজিওগুলোকে বিশেষ করে যারা পরিবেশ আন্দোলনে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সক্রিয়, তাদেরকে অবশ্যই পরিবেশ ও প্রতিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় সার্বজনীন উদ্বেগের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে কাজ করে যেতে হবে।

এশিয়ায় অনেক ভূমিহীন কৃষক আছেন যারা অন্যের জমিতে শ্রম দিয়ে গ্রামীণ কৃষি ও কৃষি অবকাঠামোকে বাঁচিয়ে রাখতে অবদান রাখছেন। তাই, ভূমি ও শ্রম সম্পদকে সদ্ব্যবহার করে সকল শ্রেণির মানুষের মঙ্গল ও উন্নতি সাধনের জন্য ব্যাপক ভূমি সংস্কারের প্রয়োজন।

পরিশেষে, উদারীকরণ যুদ্ধ আর জাতিগত দ্বন্দ্বের এই যুগে আমরা সম্মানের সঙ্গে সাধারণ ক্ষমা আর মর্যাদার সঙ্গে শান্তির কথা স্মরণ করছি। আমাদেরকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে উন্নয়ন ছাড়া যেমন শান্তি আসতে পারে না ঠিক তেমনি শান্তি ছাড়া সমৃদ্ধি হবে না।

স্বাক্ষরিতঃ

এশিয়ান এনজিও কোয়ালিশন ফর এগ্রেরিয়ান রিফর্ম এন্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট (এনগক)
Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC)

এসোসিয়েশন ফর ল্যান্ড রিফর্ম এন্ড ডেভেলপমেন্ট (এএলআরডি)
Association for Land Reform and Development (ALRD)

এসোসিয়েশন অফ ভলান্টারি এজেন্সি ইস রুরাল ডেভেলপমেন্ট (এভিএআরডি)
Association of Voluntary Agencies in Rural Development (AVARD)

কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশন (সিডিএ)
Community Development Association (CDA)

কমিউনিটি সেলফ রিলায়েন্স সেন্টার (সিএসআরসি)
Community Self-Reliance Centre (CSRC)

একতা পরিষদ (ইপি)
Ekta Parishad (EP)

কনসোর্শিয়াম পেম্বারুয়ান এগ্রেরিয়া (কেপিএ)
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA)

এনজিও ফেডারেশন অফ নেপাল (এনএফএন)
NGO Federation of Nepal (NFN)

ফিলিপিন্স পারটনারসিপ ফর ডি ডেভেলপমেন্ট অফ হিইম্যান রিসোর্স ইন রুরাল এরিয়া (ফিলডিএইচআরআরএ)
Philippine Partnership for the Development of Human Resources in Rural Areas (PhilDHRRA)

সাউথ এশিয়া রুরাল রিকন্সট্র্যাকশন এসোসিয়েশন (এসএআরআরএ)
South Asia Rural Reconstruction Association (SARRA)

সর্বদয়া শ্রমধানা র্মধানা মোভমেন্ট (সর্বদয়া)
Sarvodaya Shramadana Movement (SARVODAYA)

স্টার কাম্পুচিয়া (এসকে)
STAR Kampuchea (SK)

8 September 2020

For those interested in signing on to this Statement in the spirit of solidarity, kindly inform the ANGOC Regional Secretariat at angoc@angoc.org.

Asian NGO Coalition for Agrarian Reform and Rural Development (ANGOC)
33 Mapagsangguni Street, Sikatuna Village, Diliman
1101 Quezon City, Philippines
angoc@angoc.org
+63 2 83510581
+63 2 83510011